প্রত্যেক শীয়ার প্রতি আমার নসিহত
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

শায়খ আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরি

অনুবাদ: সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা: ড. আব্দুল কাদের

2012 - 1433

هذه نصيحتي إلى كل شيعي

« باللغة البنغالية »

فضيلة الشيخ أبي بكرجابر الجزائري

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/محمد عبد القادر

2012 - 1433

IslamHouse.com

উপহার
প্রত্যেক শীয়ার প্রতি, যে স্বাধীন মন ও চিন্তার অধিকারী, সত্য ও কল্যাণকামী এবং ইলম দ্বীন ও জ্ঞান অন্বেষী। এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা তাকে উপহার হিসেবে দিচ্ছি, তার কাছে আমার এতটুকুই শুধু আশা থাকবে সে বইটি শুধু সে পাঠ করুক, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়, কারণ এখানে আমি তার সামনে যা পেশ করেছি তা আমার বিশ্বাস ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।

প্রত্যেক শীয়ার প্রতি আমার নসিহত
ভূমিকা
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, দরূদ ও সালাম তাঁর রাসূল ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবার ও সাথী সকলের উপর, অতঃপর: সত্য বলতেই হয়, আমি মনে করতাম আহলে বাইতের শীয়ারা মুসলিমদের একটি দল, তারা আহলে বাইতের মহব্বতে বাড়াবাড়ি করে ও তাদের পক্ষ নেয়। আরো মনে করতাম তারা শুধু ইসলামের আনুষঙ্গিক বিষয়ে আহলে সুন্নাহর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বিভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয়ে, কুরআন ও হাদিসের সাথে যার নিকটতম বা দূরতম সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য আমি অনেক বিরক্তি বোধ করতাম, বরং দুঃখিত হতাম সেসব ভাইদের কারণে, যারা শীয়াদের ফাসেক বলে ও তাদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করে যা তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়, তবে এ অবস্থা বেশী দীর্ঘ হয়নি, আমার জনৈক দীনি ভাই আমাকে শীয়াদের কিতাব দেখার পরামর্শ দিলেন, যেন আমি তাদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এ জন্য “আল-কাফি” গ্রন্থটি নির্বাচন করা হল। এ কিতাবটি শীয়া মাযহাবের শ্রেষ্ঠ দলিল। আমি তা পড়লাম এবং তা থেকে কতক বাস্তবতা নির্ণয়

4

করলাম, যা আমাকে বাধ্য করেছে সেসব ভাইদের নিকট ওজর পেশ করার জন্য, যারা আমাকে ভুল বলতেন ও নিষেধ করতেন শীয়াদের প্রতি আমার দুর্বলতা ও তাদের প্রতি আমার ঝোঁক দেখে। আমি আশা করি এর ফলে কতক ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হবে যা নিঃসন্দেহে আহলে সুন্নাহ ও হক বা না-হক পন্থায় ইসলামের দাবিদার শীয়াদের মাঝে বিদ্যমান।
আমি শীয়াদের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব “আল-কাফি” থেকে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা পেশ করছি, তারা এ কিতাবের ওপরই নিজেদের মাযহাব প্রমাণ করার জন্য নির্ভর করে। আমি প্রত্যেক শীয়াকে পূর্ণ ইখলাস ও ইনসাফের সাথে এসব বাস্তবতায় চিন্তা করে শীয়া মাযহাব ও শীয়াদের সাথে সম্পর্ক রাখা-না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আহ্বান করছি। যদি তার সিদ্ধান্ত বলে যে, এ মাযহাব বিশুদ্ধ, তার সাথে সম্পর্ক রাখা নিরাপদ, তাহলে সে তার ওপর অটল ও অবিচল থাক, আর যদি তার সিদ্ধান্ত হয় এ মাযহাব বাতিল ও ভ্রান্ত এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখার অর্থ দুনিয়া ও আখেরাতে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, তাহলে প্রত্যেক শীয়ার কর্তব্য নিজের কল্যাণ কামনা ও মুক্তির আশায় তা পরিত্যাগ করা ও তওবা করে তার থেকে মুক্ত হওয়া। আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী রা. সহ সকল সাহাবি এবং তাদের পরবর্তী হাজারো মুসলিম যে কুরআন ও হাদিসের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাদেরও উচিত তাতে সন্তুষ্ট থাকা।
5

□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□, □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□

□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ "□□-□□□□" □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□: [□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□!]
□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□, □□□□ "□□-□□□□": (□.□), □□□□□□□ □□□□□□□, (□□.□□□)-□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□:
(باب إن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نـزلت من الله عز وجل وأنهم يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها)
"□□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□"□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ "□□-□□□□" □□□□□□□□ □□'□□ □□□□□: □□□□ [□□□ □□□□□□□□□□] □□□□□□, □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□, □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□-□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□, □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার আকিদা যে পোষণ করে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, মুসলিম জামাত থেকে ছিটকে পড়ে। বিকৃত, পরিবর্তিত ও কুরআনের কারণে মনসুখ বা রহিত এসব আসমানি কিতাব পড়া, তার প্রতি মনোনিবেশ করা ও তার ওপর আমল করা কি কুরআন ত্যাগ করা নয়?! অথচ এ কুরআন-ই তো নিজস্ব আকিদা, আহকাম ও আদব দ্বারা মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে, বরং মুসলিম জাতির পরিচয় এ কুরআন, মুসলিম কুরআনের উম্মত।
সন্দেহ নেই কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া কুফরি ও ইসলাম ত্যাগ করার শামিল। ইব্ন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তাওরাতের কয়েকটা পৃষ্ঠা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাসিয়ে বলেন: “আমি কি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট গ্রন্থ [পবিত্র কুরআন] নিয়ে আসেনি”?! অর্থাৎ আমাদের জন্য কুরআন যথেষ্ট, অন্য কোন আসমানি কিতাব আমাদের প্রয়োজন নেই, যা কুরআন দ্বারাই রহিত। অতএব কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার এ আকিদা পোষণ করে শীয়ারা কিভাবে নিজেদের মুসলিম ও আহলে বাইতের অনুসারী দাবি করে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে ইব্ন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে নিয়ে তাওরাতের কয়েকটা পৃষ্ঠা দেখা পছন্দ করেননি, সেখানে কোন বিবেকে বলা হয় আহলে বাইত এসব কিতাব সংগ্রহ করেন, তার প্রতি মনোনিবেশ করেন ও বিভিন্ন ভাষায় তা পাঠ করেন!!! কোন প্রয়োজন
8

ও কি উদ্দেশ্যে এসব বলা হয়? নিশ্চয় এতে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে! না, শীয়ারা কুরআনের উম্মত নয়, মুহাম্মদের উম্মত নয়, আহলে বাইত তথা নবী পরিবার এসব কুফরি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

নিশ্চয় আহলে বাইতের ওপর এসব মিথ্যারোপ, ইসলাম ও মুসলিম ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র।

প্রত্যেক শীয়া জেনে নিক, আল্লাহর কিতাব কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করা কুফরি, এ কুরআন আল্লাহ তা 'আলা মুসলিমদের অন্তরে অন্তরে সংরক্ষণ করেছেন, খোদ শীয়াদের সামনেও রয়েছে মুসলিমদের এ কুরআন-ই, যার থেকে একটি বাক্য হ্রাস হয়নি, যাতে একটি বাক্যের বৃদ্ধি ঘটেনি, কখনো সম্ভবও হবে না ইনশাআল্লাহ, কারণ আল্লাহ তার হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী”। সূরা হিজর: (৯), তাই জিবরীল আলাইহিস সালাম যে কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছেন আজো তা বিদ্যমান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিগণসহ হাজারো মুসলিম যে কুরআন পাঠ করেছেন আজো তা বিদ্যমান। কুরআন থেকে বা তার কোন অংশ থেকে বিমুখ হওয়ার আকিদা ইসলাম ও মুসলিম জামাত থেকে খারিজ করে দেয়, এ বিশ্বাস পোষণ করে কেউ ইসলাম ও মুসলিমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

9

□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□: “□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□”□

□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ “□□-□□□□” □□□□□□□ (□.□), (□□.□□)-□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□: □□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□: □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□:

ما ادعى أحد من النـاس أنه جمع القـرآن كله إلا كـذاب وما جمعه وحفظه كما نـــزل إلا علي بن أبي طـــالب والأئمة من بعده.

“□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□”□

□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□! □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□, □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□

□. □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□ □□, □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□, □□□□ □□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□,

তারা ছিল অসৎ ও পাপাচারী, অথচ আহলে বায়েতের কেউ তা বলেনি। এ তো ইসলামের দুশমন ও প্রতিপক্ষের মুসলিমের মাঝে ফিতনার জন্ম দেয়া ও তাদের পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করা বৈ কিছু নয়।

২. তোমাদের এ দাবি প্রমাণ করে যে, আহলে বাইতের অনুসারী ব্যতীত সাধারণ মুসলিমগণ গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। তারা কুরআনের কতক অংশের ওপর আমল করে ও কতক অংশের ওপর আমল করে না, কারণ উল্লেখিত দাবি মোতাবেক তারা সম্পূর্ণ কুরআন সংরক্ষণ করেনি, তাই পূর্ণ শরীয়তের ওপর আমলও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আর যে কুরআনের কতক অংশের ওপর আমল করে ও কতক অংশের ওপর আমল করে না তার কুফরি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

কারণ তারা কুরআনের যে অংশের ওপর আমল করেনি তা হয়তো আকিদা, ইবাদত ও আহকাম সম্পর্কিত ছিল, অতএব তারা গোমরাহ!

জেনে রেখ তোমাদের এ বিশ্বাস মূলত আল্লাহকে মিথ্যা প্রমাণ করে, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী”। সূরা হিজর: (৯) আল্লাহকে মিথ্যা বলা কুফরি, কোন জাতীয় কুফরি?! আল্লাহকে মিথ্যারোপকারী মুসলিম দল থেকে খারিজ, ইসলামে তার কোন অংশ নেই।

11

দ্বিতীয়ত আহলে বাইত ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ মুসলিম থেকে কুরআন গোপন করা কিভাবে তাদের জন্য বৈধ হল?! এ কি আল্লাহর রহমত সংকীর্ণ করা ও কুরআন আত্মসাতের শামিল নয়?! নিঃসন্দেহে আহলে বাইত এ নাপাক আকিদা থেকে মুক্ত। হে আল্লাহ, আমরা অবশ্যই জানি তোমার রাসূলের পরিবার/আহলে বাইত এসব মিথ্যা অপবাদ থেকে পবিত্র। হে আল্লাহ, যারা তাদের ওপর মিথ্যা রচনা করে, তাদের সম্পর্কে বানোয়াট কাহিনী তৈরি করে তাদের ওপর লানত কর।
৩. তোমাদের এ দাবি প্রমাণ করে যে, শীয়ারা একমাত্র আহলে হক ও হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ তাদের হাতে রয়েছে সম্পূর্ণ কিতাব, তারা আল্লাহর পূর্ণ শরীয়ত মোতাবেক আমল করে, তারা ব্যতীত সাধারণ মুসলিমগণ গোমরাহ, তারা কুরআনের অধিকাংশ অংশের ওপর ইমান ও তার হিদায়েত থেকে বঞ্চিত!!
হে শীয়া, এ ধরনের অসার কথা কোন বিবেকবান ব্যক্তির মুখ থেকে বের হতে পারে না, ইসলাম ও মুসলিমের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি থেকে তো দূরে থাক। জেনে রেখ, যতক্ষণ কুরআন পরিপূর্ণ নাযিল ও তার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়নি, যতক্ষণ মুসলিমদের অন্তর ও লিখনি তা সংরক্ষণ করিনি, যতক্ষণ কুরআনের সর্বব্যাপী প্রসার ঘটেনি, যতক্ষণ সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিগণ সমানভাবে তা হিফাজত করেনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়নি। কুরআন 12

□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□: □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□!! □□□□□ □□ □□□□□, □□□ □ □□□□□□□□□□ □□□ □□: □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□, □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□? □□□□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□!

□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□: "□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□ □ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□"□

□□□□: "□□-□□□□" □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□:

عن أبي بصـير عن جعفر عليه السـلام قـال: خـرج أمـير المؤمـنين عليه السـلام في ليلة مظلمة وهو يقـول: همهمـة، همهمـة، وليلة مظلمـة، خـرج عليكم الإمـام عليه قميص آدم، وفي يده خاتم سليمان، وعصا موسى!!.

□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□: □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□□: □□□□□□□□, □□□□□□□□ [□□□□: □□□□, □□□□] □ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□

عن أبي حمـزة عن أبي عبد الله عليه السـلام قـال سـمعته يقـول ألـواح موسى عنـدنا وعصا موسى عنـدنا، ونحن ورثة النسن!!.

৩. প্রকৃতপক্ষে এ বিশ্বাস ধারণকারী নিজের সাথে হঠকারীকারী, বরং এটা তার বোকামি, নির্বুদ্ধিতা ও নিজের প্রতি অসম্মান বোধের অকাট্য প্রমাণ, কারণ যদি তাকে বলা হয়: কোথায় সে আঙটি, কোথায় সে লাঠি? তাহলে উত্তর প্রদানে হতভম্ব হয়ে যাবে সে, কখনো সে লাঠি বা আঙটি বের করতে পারবে না। এ থেকে প্রমাণ হয় ঘটনাটি আদ্যোপান্ত মিথ্যা রচনা। এখানে আরো প্রশ্ন ওঠে যে, বিষয়টি যদি এমনি হয় তাহলে আহলে বায়েত কেন শত্রুদের দমন ও নিঃশেষ করার জন্য সে লাঠি ও আঙটির ব্যবহার করে না, অথচ ইতিপূর্বে তারা অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে?!
৪. এসব আকিদার মূল উদ্দেশ্য শীয়াদের হিদায়েত ও সাধারণ মুসলিমদের গোমরাহি প্রমাণ করে শীয়া মাযহাব প্রতিষ্ঠা করা, কারণ মুসলিম উম্মাহ থেকে তার অস্তিত্ব একেবারে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা। এভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংসকামী ষড়যন্ত্রকারী শীয়া নেতৃবর্গ ও তাদের অনুসারীরা নিজেদের হীন আশা পূরণ করতে চায়। যদি এ বিশ্বাস দ্বারা শীয়াদের এটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা খুব খারাপ উদ্দেশ্য, এ বিশ্বাস পোষণকারী খুব খারাপ, এ বিশ্বাসের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপনকারীও খারাপ।

চতুর্থ বাস্তবতা

15

□□□□□□□□ □□□□□□: “□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□”

□□□□□: “□□-□□□□□” (□.□), □□□□□□□□ □□□□□□□□□□, (□□.□□□) □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□:

عن أبي بصـير قـال دخلت على أبي عبد الله عليه السـلام فقلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، علم عليا عليه السـلام ألف بـاب من العلم يفتح منه ألف بـاب قـال: فقـال: يا أبا محمد علم رسـول الله صلى الله عليه وسلم: عليا عليه السلام ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب. قال: قلت: هـذا بـذاك، قـال: ثم قـال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريك ما الجامعة ؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة ؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع النبي صلى الله عليه وسلم، وأملاه من فلق فيه، وخط علي بيمينه كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج له الناس حـتى الإرش والخدش. قال: قلتك هـذا والله العلم ! قـال: إنه لعلم وليس بذاك، ثم سكت ساعة، ثم قال: عندنا الجفر ما يدريكم ما الجفر ؟ قـال: وعـاء من أدم فيه علم النبـيين والوصـيين وعلم العلماء الذين مضوا من بـني إسـرائيل، قـال: قلت: إن هذا العلم ! قال: إنه العلم وليس بذاك، ثم سـكت سـاعة، ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام،وما يـدريهم ما مصـحف فاطمـة؟ قـال: قلت: وما مصـحف فاطمة ؟ قـال: مصـحف فيه مثل قـرآنكم هـذا ثلاث مـرات ! والله مافيه من قرآنكم هذا حرف واحد ! قال: قلت: هـذا والله العلم ! قـال: وإن عندنا علم ما كان، وما هو كائن إلى أن تقم السـاعة!!!!.

انتهى بالحرف الواحد.

□□□□: “□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□: □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□, □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□, □□□□□□□□□□□□

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি আলাইহিস সালামকে ইলমের এক হাজার দরজা শিক্ষা দিয়েছেন, যার থেকে এক হাজার দরজা উন্মুক্ত হয়। তিনি বলেন: আবু আব্দুল্লাহ বললেন: হে আবু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি আলাইহিস সালামকে এক হাজার দরজা শিক্ষা দিয়েছেন, যার প্রত্যেক দরজা থেকে এক হাজার দরজা উন্মুক্ত হয়। তিনি বলেন: আমি বললাম: এটা ঐটার মোকাবিলায়। [অর্থাৎ একহাজার থেকে একহাজার দরজার পরিবর্তে প্রত্যেক হাজার থেকে একহাজার দরজা উন্মুক্ত হয়। অনুবাদক] তিনি বলেন: অতঃপর বললেন: হে আবু মুহাম্মদ, নিশ্চয় আমাদের নিকট “আল-জামেয়াহ” রয়েছে, তুমি কি জান “আল-জামেয়াহ” কি? তিনি বলেন: আমি বললাম: আমি আপনার প্রতি উৎসর্গ “আল-জামেয়াহ” কি? তিনি বললেন: একটি সহিফা, যার দৈর্ঘ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ষাট হাত, তাতে বিদ্যমান খোদাইয়ে তিনি তা লিখিয়েছেন, আলি নিজ ডান হাতে প্রত্যেক হালাল ও হারাম এবং মানুষের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু তাতে লিপিবদ্ধ করেছেন, এমনকি হত্যা ও নখের আঁচড় এর বিনিময় পর্যন্ত। তিনি বলেন: আমি বললাম: আল্লাহর শপথ একেই বলে ইলম! তিনি বলেন: অবশ্যই তা ইলম, তবে সে রকম ইলম নয়। অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর বললেন: আমাদের নিকট “জাফর” রয়েছে, তুমি জান “জাফর” কি? তিনি বলেন: চামড়ার পাত্র, তাতে রয়েছে সকল নবী, 17

ওসী ও বনি ইসরাইলের আলেমদের ইলম, যারা অতীত হয়েছে। তিনি বলেন: আমি বললাম: অবশ্যই একেই বলে ইলম! তিনি বলেন: নিশ্চয় ইহা ইলম, তবে সে রকম নয়। অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন, অতঃপর বললেন: “আমাদের নিকট মাসহাফে ফাতেমা আলাইহাস সালাম রয়েছে, তারা কিভাবে জানবে মাসহাফে ফাতেমা কি? তিনি বলেন: আমি বললাম: মাসহাফে ফাতেমা কি? তিনি বলেন: তাতে তোমাদের কুরআনের তিনগুণ রয়েছে! আল্লাহর শপথ সেখানে তোমাদের কুরআনের একটি অক্ষরও নেই! তিনি বলেন: আমি বললাম: অবশ্য একেই বলে ইলম! তিনি বলেন: নিশ্চয় যা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে আমাদের নিকট তার সব ইলম রয়েছে!!! হুবহু উল্লেখ শেষ করলাম। বাতিল ও ভ্রান্ত এসব আকিদার পরিণতি নিন্মরূপ:
১. এ আকিদার মূলে রয়েছে আল্লাহর কিতাব কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া, যা স্পষ্ট কুফরি।
২. এ থেকে প্রমাণ হয় আহলে বাইত বিশেষ ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী, সাধারণ মুসলিম নয়। এ আকিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর খিয়ানতের অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সবার নিকট ব্যাপকভাবে নবুওয়ত পৌঁছাননি! তার ওপর এ অপবাদ আরোপ করা কুফরি, এতে কারো সন্দেহ নেই।
৩. এ আকিদা পোষণ করে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মিথ্যা রটানো হয়, কারণ তিনি বলেছেন: আমাদের আহলে বাইতকে রাসূলুল্লাহ 18

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। সূরা আলে-ইমরান : (৮৫)

হে শীয়া, ইসলামের ওপর এসব মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্তির জন্য আস একসাথে উচ্চারণ করি: হে আল্লাহ যারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট, তোমার দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও তোমার নবীর উম্মতকে বিভক্ত করার জন্য তোমার ওপর, তোমার রাসূল ও আহলে বায়েতের ওপর এসব মিথ্যা রচনা করেছে, তাদের থেকে আমরা পানাহ চাই।

পঞ্চম বাস্তবতা
শীয়াদের বিশ্বাস: “মুসা কাজেম নিজেকে শীয়াদের মুক্তির জন্য বলি দিয়েছেন”!!!

“আল-কাফি” (খ.১), কিতাবুল হুজ্জাহ: (পৃ.২৬০) এর লেখক কুলাইনি এ বাস্তবতা বর্ণনা করেছেন এভাবে:

إن أبا الحسن الكاظم (وهو الإمام السابع من أئمة الشيعة الاثنى عشرية) قال: الله عز وجل، غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، فوقيتهم نفسي.

“আবু হাসান কাজেম (শীয়াদের বারো ইমামের সাত নাম্বার ইমাম), বলেন: আল্লাহ তা'আলা শীয়াদের ওপর গোস্বা করেছেন, অতঃপর আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাকে গ্রহণ করব অথবা

20

তাদেরকে গ্রহণ করব, ফলে আমি নিজেকে বিসর্জন দিয়ে তাদের রক্ষা করেছি”।
হে শীয়া, এখন চিন্তা কর এ ঘটনার পরিণাম কি, কারণ এর ওপর ইমান রাখা ও তার অর্থ বিশ্বাস করা তোমার ওপর ফরয যে, মুসা কাজেম রহ. নিজের অনুসারীদের মুক্তির জন্য নিজেকে বলি দানে রাজি হয়েছেন যেন আল্লাহ শীয়াদের ক্ষমা করেন ও বিনা হিসেবে তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করেন।
হে শীয়া, -আল্লাহ তোমাকে ও আমাকে সঠিক আকিদা পোষণ করা ও তার সন্তুষ্টি মোতাবেক কথা-কর্ম সম্পাদন করার তাওফিক দিন- তুমি এ মিথ্যায় চিন্তা কর, আমি তা মিথ্যা ব্যতীত কিছু ভাবছি না, এতে সত্যের লেশমাত্র নেই, বরং তা বাস্তবতা ও সত্য থেকে বহু দূরে। তুমি চিন্তা কর, তোমার বুঝে আসবে। কারণ এ আকিদার ফলে তোমাকে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, যার একটির সাথে তোমার সম্পর্ক হোক তুমি তা পছন্দ কর না, যদি তুমি রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে ও নবী হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ কর। এবার তা শোন:
১. এ আকিদার কারণে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা জরুরী হয় যে, তিনি মুসা কাজেমের নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন। এ মর্মে যে তিনি শীয়াদের ওপর চটেছেন, অতঃপর তিনি তাকে অথবা তার অনুসারীদের গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন, ফলে তিনি তাদের মুক্তির জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। সন্দেহ নেই এটা 21

আল্লাহর ওপর নিরেট মিথ্যা রচনা, আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

﴿ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٢١ ﴾ [الانعام: ٢١]

“আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করে”। সূরা আল -আনআম: (২১)

২. এ আকিদার কারণে মূসা কাজেম রহ. এর ওপর মিথ্যা রচনা করা হয়, কারণ তিনি নবী বা রাসূল নন, অথচ তার কথা তাই প্রমাণ করে। যেমন সে বলেছে: “আল্লাহ মুসা কাজেমকে সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি শীয়াদের ওপর নারাজ! অতঃপর তিনি তাকে নিজের নফস ও শীয়াদের মাঝে ইখতিয়ার দিয়েছেন, আর মুসা কাজেম তাদের মুক্তির জন্য নিজেকে বিসর্জন দানে রাজি হয়েছেন। এ কথার অর্থ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মুসা কাজেম নবী ছিলেন!!! অথচ সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যে কেউ কারো সম্পর্কে নবুওয়তের বিশ্বাস করবে সে কাফের। কারণ এটা সরাসরি আল্লাহর বাণীর সাথে সংঘর্ষিক, তিনি বলেন:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ٤٠﴾ [الاحزاب : ٤٠]

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়, তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী”। সূরা আহযাব: (৪০)

৪. শীয়াদের এ আকিদা খ্রীস্টানদের আকিদার ন্যায়, যেমন খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করে ঈসা আলাইহিস সালাম মানব জাতির মুক্তির জন্য

22

[illegible]

قد هيؤوك لأمر لو فطنت له ********* فاربأ بنفسك أن تـرعى مع الهمل

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এসব বর্ণনায় যদিও কিছু বৈপরীত্য রয়েছে, তবে পূর্বের ন্যায় এ বর্ণনাতেও ইমামগণ নিষ্পাপ, তাদের আনুগত্য করা ফরয এবং তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় ইত্যাদি বিষয় প্রমাণিত হয়। নারী ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে ইমামগণ রাসূলের মর্তবায় এ কথায় প্রমাণ করে যে, তারা নিষ্পাপ, তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব, তারা সেসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা নবীদের রয়েছে। এ আকিদা ও মিথ্যা রচনার মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে শীয়া সম্প্রদায়কে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলিম ধ্বংস করা। কারণ শীয়া সম্প্রদায়ের নিকট যেহেতু মাসহাফে ফাতেমা রয়েছে যা কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আরো রয়েছে জাফর, আল-জামেয়াহ ও পূর্ববর্তী নবীদের ইলম, নিষ্পাপ ইমামদের ওহী যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সমান, শুধু নারীর বিষয় ব্যতীত! উল্লেখ্য শীয়ারা অন্যান্য ধর্ম থেকে যে পরিমাণ আকিদা ও আদর্শ গ্রহণ করেছে তার তুলনায় ইসলাম থেকে গ্রহণ করা আকিদা ও আদর্শের পরিমাণ খুব সামান্য, যেরূপ এখানে কতগুলো কুফরি আকিদার পাশে ইসলাম থেকে মাত্র একটি বিষয় তথা নারী বিয়ে করার বিধান গ্রহণ করেছে! আঁটার খামির থেকে চুল বের করার ন্যায় তারা ইসলাম থেকে খুব সামান্যই গ্রহণ করে!!!
আল্লাহ ধ্বংস করুন ষড়যন্ত্রকারীদের, যারা মুসলিম উম্মাহ থেকে একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন 26

□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□□□:
□□□□□□□ □□□□□□□: “□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□”□
□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□-□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□:
□□. “□□-□□□□” □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ “□□□□□□□□ □□□□”, (□□.□□□)-□□ □□□□:
عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال: هم المقداد، وسـلمان، وأبو ذر كما جـاء في تفسـير الصـافي - والـذي هو من أشـهر وأجل تفاسير الشيعة وأكثرها اعتبارا - روايات كثيرة تؤكد هذا

المعتقد وهو أن أصـحاب رسـول الله قد ارتـدوا بعد وفاته إلا آل البيت ونفرا قليلا كسـلمان وعمـار وبلال رضى الله تعـالى عنهم.

□□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□: □□□□ □□□□□ [□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□] □□□□□□, □□□□□□, □□□ □□ □□□□ "□□□□□□□ □□□□" □□□□□□□ □□□□□□ "□□□□□□ □□□□" □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

□. □□□ □□□ □ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□-□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ "□□□□□□□□ □□□□" (□□.□□)-□□ □□□□□:

سـألت أبا جعفر عن الشـيخين فقـال: فارقا الـدنيا ولم يتوبـا، ولم يتـــذكرا ما صـــنعا بـــأمير المؤمـــنين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.!!!

□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ (□□□ □□□ □ □□□) □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□: □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□,

[illegible] [illegible] (ص.) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

বলে, লানত করে, মুসলিম উম্মাহ যাদেরকে বলে রাদিয়াল্লাহু আনহুম।
তারা ইমামতের দাবিতে মুসলিম খিলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ উসকে দেয়, তাদের রক্তপাত ঘটায়, বাড়ি- ঘর ধ্বংস করে মূলত ইসলামকে চূর্ণবিচূর্ণ করা ও তার বিধানে বিকৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যেই। ইসলামের অন্যান্য দুশমনদের মত শীয়ারা মুসলিম উম্মাহর দুশমন। অন্যান্য কাফেরদের ন্যায় শীয়ারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিপক্ষ, বরং তার চেয়ে অধিক।
শীয়া তুমি জেনে রাখ, এ মূলনীতির ওপরই শীয়া আকিদার ভিত্তি ও শীয়া মাযহাবের পত্তন, তাই ইসলাম ধর্মের বিপরীত শীয়া একটি আলাদা ধর্ম, যার রয়েছে স্বতন্ত্র বিশ্বাস, মূলনীতি, কিতাব, হাদিস এবং দর্শন ও বিদ্যা, নমুনা স্বরূপ পূর্বে কতক উল্লেখ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ইসলামী আকিদা, বিশ্বাস, কুরআন ও হাদিসের বিপরীত।
হে শীয়া, তোমার অন্তরে যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয় শীয়া ধর্ম ত্যাগ কর, চিন্তা কর যদি তোমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য না থাকে, কারণ শীয়াদের বিলায়েতের মূল উদ্দেশ্য মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, ফিতনার বীজ বপন করা এবং তাদের মাঝে শত্রুতা ও ঝগড়া উসকে দেয়া।
আলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতই প্রকৃত মুসলিম, মুসলিম শব্দ তাদের ওপরই যথাযথ প্রয়োগ হয়। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে রাসূলের 31

পরিবারের কোন সদস্যকে অপছন্দ করে, তাহলে কেন শীয়ারা বিলায়েত নাম ধারণ করে, একে আসল উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য স্থির করেছে! কেন তারা এ জন্য মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, বরং তাদেরকে কাফের বলে, তাদের ওপর লানত করে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, কেন?! অনুরূপ ইমামতের বিষয়টি: ইসলাম কর্তৃক মুসলিমদের এ স্বাধীনতা দেয়া যে, যার মধ্যে ইমামত ও নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে তাকেই তারা ইমামতের জন্য গ্রহণ করবে, যে তাদেরকে তাদের রবের শরীয়ত ও নবীর আদর্শ মোতাবেক পরিচালনা করবে, এ স্বাধীনতা কি তামাশা বা উপহাস! কিন্তু শীয়ারা বলে: না, না, বরং মুসলিমদের নেতা হবেন ওসী, তার সম্পর্কে নস তথা কুরআন ও হাদিসের সরাসরি নির্দেশ থাকা জরুরী, তার নিষ্পাপ হওয়া, ওহী লাভ করাও জরুরী। অদ্ভুত কথা মুসলিমগণ এমন ইমাম কোথায় পাবে?! এ জন্যই কি শীয়ারা মুসলিম থেকে আলাদা, মুসলিমদেরকে লানত করে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে!
হে শীয়া, তুমি কেন নিজের ওপর রহম কর না, কেন তুমি নিজেকে এসব বাতিল-ভ্রান্ত আকিদা থেকে পবিত্র কর না, কেন নিজেকে এ অন্ধকার মাযহাব থেকে মুক্ত কর না!!
হে শীয়া জেনে রেখ, তুমি তোমার নিজের ও পরিবারের মুক্তির ব্যাপারে দায়িত্বশীল, অতএব তুমি নিজেকে ও তোমার পরিবারকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা কর। জেনে রেখ সঠিক ইমান ও নেক আমল ব্যতীত তা 32

প্রেরণাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তোমাকে উদ্দেশ্য করে এ উপদেশ লেখার জন্য, হয়ত আল্লাহ তোমার অন্তর খুলে দিবে, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জনের তাওফিক লাভ করবে।
দুরূদ ও সালাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য।
সমাপ্ত

34